নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ৫৭৫/২০০৬

আবদুল করিম

------আসামী-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

------প্রতিপক্ষ।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

------ আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকার এ্যাটনী জেনারেল

------রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০১.০৬.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ১ম আদালত, ব্রাক্ষনবাড়িয়া কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং-০৪/১৯৯৯-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১০.১০.২০০৫ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র রিভিশন।

দরখাস্তকারীগণ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।

অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত ও নথী পর্যালোচনা করলাম। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ব্রাক্ষণবাড়িয়া কর্তৃক সি. আর. মামলা নং-৬৫/১৯৯৭-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২২.১২.১৯৯৮ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"সংক্ষেপে বাদী পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, গত ০৫.০৪.৯৭ ইং তারিখে ছায়েদা খাতুন এই মর্মে নালিশ দায়ের করে যে তাহার স্বামী আঃ

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করিম ১৭-০৩-৯৭ ইং (অপাঠ্য) ০৩ চৈত্র ১৪০৩ বাংলা রোজ সোমবার রাত অনুমান ২ ঘটিকায় তাহার বা স্থানীয় সালিশ পরিষদের অনুমতি না নিয়া বা তাহাকে তালাক প্রদান না করিয়া বাড়িখোলা গ্রামের বাচ্চু মিয়ার কন্যা রুবিয়া আক্তারকে ২য় বিবাহ করিয়াছে। বাদীনির উক্তরূপ লিখিত নালিশের প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ কগনাইজিং ম্যাজিস্ট্রেট আসামী আঃ করিমের বিরুদ্ধে মুঃ পাঃ আঃ ৬(৫) ধারার অপরাধ আমলে নেন। আসামীর আত্মসমর্পনের মাধ্যমে মামলা বিচারের জন্য প্রস্তুত হইলে বিচার আদালত একই ধারায় আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবী করে। বাদীপক্ষ মামলায় ৩জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করে। আসামী পক্ষ মাত্র ১ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করে। আসামী পক্ষ জেরা ও সাজেশনের মাধ্যমে এই ডিফেন্স দেয় যে, আসামী বাদীনিকে বহু পূর্বেই তালাক দিয়াছে এবং বাদীনির অভিযোগ সত্য নয়। *<u>বিচার্য বিষয়ঃ</u> অত্র মামলায় বাদীপক্ষকে প্রমান করিতে হইবে-* *১। আসামী ২য় বিবাহ করিয়াছিল।* *২। ঐ সময় বাদীনির সাথে তাহার বিবাহ বহাল ছিল।* *৩। সে বাদীনি বা সংশ্লিষ্ট সালিশ পরিষদের অনুমতি ছাড়া ২য় বিবাহ করিয়াছিল।* *<u>সাক্ষ্য পর্যালোচনাঃ</u>* *পি, ডব্লিউ-১ তথা বাদীনি ছায়েদা খাতুন জবানবন্দীতে বলে আসামী আঃ করিম তাহার স্বামী অনুমান ৫ বৎসর আগে তাহাদের বিবাহ হয়। কাবিনানামা রেজিষ্ট্রি হয়। এই আসামীর ঔরশে তাহার গর্ভে এক সন্তান হয়। তাহার নাম সাকী, বয়স ৪ বৎসর। আসামী বাড়িখোলা গ্রামের বাচ্চু মিয়ার মেয়ে রুবিয়া আক্তারকে গত চৈত্র মাসের আগের চৈত্র মাসের ৩ তারিখ বিবাহ করে। তাহার অনুমতি নেয় নাই বা তাহার সালিশ পরিষদের চেয়ারম্যানের অনুমতি নেয় নাই। তাহার বিবাহের কাবিন নবীনগরে সহকারী জজ আদালতে মামলায় জমা দেয়া আছে। তাহাকে তালাক দেয় নাই। পরে পি, ডব্লিউ-১ তাহার আর্জি প্রদঃ ১ হিসাবে সনাক্ত করে। জেরাতে পি, ডব্লিউ-১ বলে যে, এই মামলার আগে নবীনগর সহকারী জজ আদালতে মামলা করে যার নম্বর ৭৩/৯৫। পারিবারিক আদালতে মামলা করার পর সে (আসামী) আর তাহার খোজখবর নেয় না। ঘটনার ১৯ দিন পর মামলা করিয়াছে। বিয়ার রাতে ২টার দিকে আসামীর চাচাতো ভাই তাহাকে বাড়িতে গিয়া বিয়ার খবর দেয়। জেরাতে সে আরো বলে সে তালাক নামার ফটোকপি পায় নাই। ইহা সত্য নয় যে, আসামী তাহাকে ১৯-৫-৯৫ ইং তারিখে*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এফিডেভিট মুলে তালাক দেয় ও তাহাকে ১৪-১১-৯৫ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকে পাঠায়। ইহা সত্য নয় যে, সে তালাকনামা পাইয়াছে। ইহা সত্য নয় যে, সে তাহাকে তালাক দেওয়ার কয়েক বৎসর পর মামলা করে। *পি, ডব্লিউ-২ মিজানুর রহমান জবানবন্দীতে বলে বাদী ও আসামীকে চিনে। আসামী তাহার (বাদীর) স্বামী। আসামী তাহার নিজ গ্রাম বাড়ীখোলার বাচ্চু মিয়ার মেয়ে রুবি আক্তারকে ২য় বিবাহ করিয়াছে। ১৪০৩ বাংলা সনের চৈত্র মাসের ৩ তারিখ এই বিবাহ করে। সে তাহার ১ম স্ত্রীকে তালাক দিতে শুনে নাই। তাহার নিকট হইতে বা ইউ/পি চেয়ারম্যানের নিকট হইতে অনুমতি নিতে শুনে নাই। আসামী ২য় স্ত্রীকে নিয়া ঘর সংসার করছে ও ২য় স্ত্রীর গর্ভের একটি পুত্র সন্তান আছে। জেরাতে পি, ডব্লিউ-২ বলে বাদীনি তাহার সম্পর্কে চাচাতো বোন। সে আরো বলে যে ২য় বিবাহের কথা জানে, শুনছে। সে বিবাহের পরের দিন যায়। সে বাড়িখোলা গ্রামের জাহের মেম্বার, রূপ মিয়া মেম্বার, হাসেম, কাসেম আরো অনেকের কাছ থেকে শুনছে। আসামী বাদীনিকে তালাক দিছে কিনা সে জানে না।* *পি, ডব্লিউ-৩ মাওলানা শফিকুল ইসলাম জবানবন্দীতে বলেন তিনি (অপাঠ্য) ফতেহপুর মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ হিসাবে কর্মরত আছেন। বাদীনিও আসামীকে চিনেন। বাড়িখোলা গ্রামে জায়গীর থাকেন এই জন্য আসামীকে চিনেন। তিনি মাওলানা হিসাবে আসামীর দ্বিতীয় বিবাহ পড়ান। বাড়িখোলা গ্রামের বাচ্চু মিয়ার মেয়ে রুবী আক্তার এর সাথে বিবাহ হয়। আসামীর প্রথমা স্ত্রী আছে ইহা তাহাকে আসামী আগে বলে নাই। বিয়ের রাতের পরদিনই জানছে যে বাদীনি তাহার প্রথমা স্ত্রী। মেয়ের বাপ তাহার কাছে গিয়াছিল। তিনি যার সাথে বিবাহ পড়ান আসামী তাহাকে নিয়া ঘর করছে। জেরাতে পি, ডব্লিউ-৩ বলেন তিনি যে মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন তাহা লাউর ফতেহপুর গ্রামে। বাদীনির বাড়িও সেই গ্রামে। বাদিনী বা তার ভাই মিজানকে আগে চিনতেন না। রাত ১১টায় বিবাহ পড়ান। ইহা সত্য নয় যে, বিবাহ পড়ানো মিথ্যা। আসামী পক্ষের সাক্ষী-১ আঃ হেকিম জবানবন্দীতে বলে বাদী ও বিবাদীকে চিনে। তারা আছে স্বামী স্ত্রী ছিল। বর্তমানে তাদের এই সম্পর্ক নাই। আসামী বাদিনীকে ১৯-৮-৯৫ ইং তারিখে তালাক দিয়াছে। এফিডেভিটের মাধ্যমে। ইহার ফটোকপি স্ত্রীকে পাঠাইছে ১৪-১১-৯৫ ইং তারিখে। জেরাতে ডি, ডব্লিউ-১ বলে তাহাকে ১৯-৮-৯৫ ইং তারিখেই এফিডেভিট দেখাইছে। আসামী গ্রাম সম্পর্কে তার ভাতিজা হয়। আর কতজনকে এফিডেভিট দেখায় বলতে পারবো না। গত সাক্ষী হওয়ার তারিখে আসামীর সাথে কোর্টে আসিয়াছিল। নবীনগরে তাদের মধ্যে যে মামলা আছে*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ইহার ধার্য তারিখেও মাঝে মাঝে যায়। করিমের বর্তমানে বৌ বাচ্চা আছে কিনা বলতে পারবে না। ইহা সত্যনয় যে, সে আসামীর সকল মামলায় তদবির করে বলিয়া মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছে। ***<u>সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিঃ</u>*** *সাক্ষী পর্যালোচনায় দেখা যায় পি, ডব্লিউ-১ তথা বাদিনী তাহার নালিশা দরখাস্তকে সমর্থন করিয়া সাক্ষী প্রদান করিয়াছে। সে বলে আসামী বাড়িখোলা গ্রামের বাচ্চু মিয়ার মেয়ে রুবিয়া আক্তারকে বিবাহ করিয়াছে। পি, ডব্লিউ-২ এর সাক্ষ্য দ্বারা পি, ডব্লিউ-১ এর সাক্ষ্য সমর্থিত হইয়াছে। সে ২য় বিবাহের কথা শুনিয়াছে এবং ২য় স্ত্রী নিয়া ঘর সংসার করছে ও ২য় স্ত্রীর গর্ভে আসামীর একটি পুত্র সন্তান আছে মর্মে সাক্ষ্য দিয়াছি। পি, ডব্লিউ-৩ মাওলানা শফিকুল ইসলাম জবানবন্দী দিয়াছেন গত ১৭-৩-৯৭ ইং তারিখে আসামীও বাড়িখোলা গ্রামের বাচ্চু মিয়ার মেয়ে রুবিয়া আক্তারের বিবাহ পড়ান। আসামী ঐ স্ত্রীকে নিয়া ঘর সংসার করছে। এই সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, তিনি লাউর ফতেহপুর মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ ও বাড়িখোলা গ্রামে জায়গীর থাকেন। এই নিরপেক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারাও আসামী ২য় বিবাহ করিয়াছে মর্মে প্রমানিত হয়। অতএব ১ নং বিচার্য বিষয়টি বাদীনির অনুকূলে সিদ্ধান্ত হলো।* *পি, ডব্লিউ-১ জবানবন্দীতে বলে যে তাহার স্বামী তাহাকে তালাক দেয় নাই। জেরার জবাবে সে বলে যে তালাকনামার ফটোকপি সে পায় নাই। সে ইহা অস্বীকার করে যে আসামী তাহাকে ১৯-৫-৯৫ ইং তারিখে এফিডেভিট মুলে তালাক দেয় ও তাহাকে ১৪-১১-০৫ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকে পাঠায়। ইহাও সে অস্বীকার করে সে তালাকনামা পাইয়াছে। পি, ডব্লিউ-২ বলে সে আসামী বাদীনিকে তালাক দেওয়ার কথা শোনে নাই। পি, ডব্লিউ-৩ জবানবন্দীতে বলে যে আসামীর প্রথমা স্ত্রী আছে ইহা আসামী তাহাকে বলে নাই। বিয়ের রাতের পরদিনই জানছে সে বাদীনি আসামীর প্রথমা স্ত্রী। এই সাক্ষী মাওলানা হিসাবে আসামীর ২য় বিবাহ পড়ান। তাহার সাক্ষ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাহার নিকট আসামী তাহার প্রথম বিবাহের বিষয়টি গোপন করিয়াছিল। পক্ষান্তরে আসামী কোর্টে একটি টিপসহি সম্বলিত রশিদ/প্রাপ্তি স্বীকার পত্র দাখিল করিয়াছে তাহা কোন সাক্ষী দ্বারা প্রমান না করায় তাহা সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আসামী পক্ষ বাদীপক্ষের সাক্ষীদের জেরা বা সাফাই সাক্ষীর মাধ্যমে দাবীও করে নাই যে বাদীনির ইউ/পি চেয়ারম্যানকে তালাকের নোটিশ দিয়াছিল। এমতাবস্থায় আসামী তাহার স্ত্রী (বাদিনী)কে তালাক দিয়েছে মর্মে এফিডেভিট করিলেও তাহার স্ত্রী*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বা সংশ্লিষ্ট ইউ/পি চেয়ারম্যান তালাকের নোটিশ পাইয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হয় না। বাদীপক্ষের সাক্ষ্য ও পারিপার্শ্বিকতা বিচারে প্রতীয়মান হয় যে, আসামীর ২য় বিবাহকালে বাদীনির সাথে তাহার বিবাহ বহাল ছিল। অতএব, ২নং বিচার্য বিষয়ও বাদীর অনুকূলে সিদ্ধান্ত হইল। *পি, ডব্লিউ-১ সাক্ষ্যে বলিয়াছে যে আসামী ২য় বিবাহের জন্য তাহার বা তাহার সালিশ পরিষদের চেয়ারম্যানের অনুমতি নেয় নাই। পি, ডব্লিউ-২ সাক্ষ্য দ্বারা তাহা সমর্থন করে। আসামীপক্ষ সাক্ষীদের এই রূপকার জেরা করে নাই বা সাজেশন দেয় নাই যে আসামী অনুরূপ অনুমতি নিয়াছিল। পক্ষান্তরে সাফাই সাক্ষীর মাধ্যমে এই ডিফেন্স দেয় যে, বাদীনিকে কয়েক বৎসর আগে তালাক দিয়াছি। ৩নং বিচার্য বিষয়ও বাদীনির পক্ষে সিদ্ধান্ত হইল।* *এমতাবস্থায় আসামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, সে তাহার প্রথমা স্ত্রী অর্থাৎ বাদিনীর বা তাহার সালিশ পরিষদের অনুমতি ব্যতীত প্রথম বিবাহ বহাল থাকাকালে ২য় বিবাহ করিয়াছে যাহা মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৬(৫) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।* *অতএব আদেশ হয় যে, আসামী আঃ করিমের বিরুদ্ধে আনীত মুঃ পাঃ আইন ৬(৫) ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাহাকে ফৌঃ কাঃ বিঃ ২৪৫(২) ধারামতে দোষী সাব্যস্থ করিয়া ৩ (তিন) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইল।* *স্বা/- অস্পস্ট* *মোহাম্মদ জয়নুল বারী* *১ম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।* **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অতিরিক্ত দায়রা জজ, ১ম আদালত, ব্রাহ্মনবাড়িয়া কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং-০৪/১৯৯৯-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজি ১০.১০.২০০৫ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ** *"This appeal has been directed at the instance of the convict-appellant Abdul Karim against the judgment and order of conviction and sentence dated 22.12.98 passed in C.R. Case No. 65/97 by Mr. Joynul Bari Ld. Magistrate 1st Class, Brahmanbaria.* *The facts leading to this appeal are that the respondent as complainant brought a petition of complaint before the Ld.*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Magistrate 1st class saying that she was given in marriage with the accused on 25th Chaitra, 1399 B.S. out of their wedlock they had a daughter who is now at the age of two years. Thereafter the accused without obtaining her permission or of the arbitration council got married a second wife Rubi Akter the daughter of Munshi Bachchu (illegible) of village Barikhola. *The Ld. Magaistrate on receiving the petition of complaint recorded the statement of the complainant u/s 200 Cr. P.C. and (illegible) cognizance of the offence u/s 6(5) of the Muslim Family Ordinance, 1961 against the accused. Then charge u/s 6(5) of the Muslim Family Law Ordinance has been framed against the accused which on being read over and explained to him he pleaded not guilty and claimed to be tried. The complainant in order to prove the charge brought against the accused person examined as many as three witnesses. After the evidence for complainant in closed, the accused has been examined u/s 342 Cr. P.C. Where he again claimed himself to be innocent and he adduced the oral evidence of D.W 1. From the trend of cross examination of the P.Ws by the defence and examination of the accused u/s. 342 Cr. P.C. the defence case appears to be of his innocence and that the divorced his wife (the complainant) earlier.* *On consideration of the facts and circumstances of the case and the evidences on record the Ld. Magistrate arrived at a decision that the complainant has been able to prove her case. Accordingly he found the accused person guilty of the charge u/s 6(5) of the Muslim Family laws Ordinance, 1961 and convicted and sentenced him to suffer imprisonment for a period of three months and passed the impugned judgment and order. Being aggrieved by and dissatisfied with the impugned judgment and order the convict-appellant preferred this appeal.* *It has been stated in the memorandum of appeal that P.W 1 and P.W-2 did not see the alleged merital ceremony of the second marriage of the accused and that P.W. 3 did not see the bridegroom of accused's second marriage in his own eyes. It also been stated that the evidence of P.Ws are not acceptable and those cannot be the basis of finding the accused guilty of the said charge. The P.Ws. are interested witnesses and their evidence are not consistent with one another and their evidence*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

are supportive and corroborative to the complainant's case. The Ld. Magistrate ought to have held that the complainant has miserably failed to prove her case. He also ought to have held that the accused is quite innocent and he ought to have acquitted of the charge brought against him. But the ld. Magistrate failing to appreciate the facts and circumstances of the case and the evidences on record arrived at a wrong finding that the complainant has been able to prove her case and he illegally found the accused person guilty of the said charge and convicted and sentenced him as such and passed the impugned judgment and order. "The judgment and order under challenge is not maintainable in law and the same is liable to be set aside and it claims interference by this court.

Points for determination

1. *Whether the ld. Magistrate was justified in passing the impugned judgment and order dt. 22.12.98 passed in C.R. Case No. 65/97.*
2. *Whether the impugned judgment and order is liable to be set aside in law.*

Findings and decision

The ld. Advocate for the appellant appeared and made his submission but none has appeared on behalf of the respondent before this court when this appeal has been taken up for hearing. I have also gone through the points raised in the memorandum of appeal. I have got some points of both parties there from. As such this appeal has been taken up for disposal by delivery of judgment on merit.

It is on record as we got earlier that the complainant examined as many as three witnesses to prove her case. Now, the relevant portions of evidences of P.Ws are reproduced here to see how far the ld. Magistrate was justified in passing the impugned judgment and order.

P.W-1 sayeda Khatoon stated in her examination chief that she was given in marriage with the accused five years back by a registered kabinnama. They has a child out of their wedlock. The accused got married a second wife Rubi Akter the daughter of one Bachchu Mian of village Barikhola in the month of Chaitra preceding to the last one. He did not obtain her permission or of the arbitration council. He did not divorce

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		her. *In her cross-examination she denied the defence suggestion that she was divorced on 19.05.98 by her husband by swearing an affidavit.* *P.W.2 Mizanur Rahman said in his examination in cheif that the accused was the husband of the complainant. He got married a second wife Rubi Akter the daughter of one Bachchu mian of Barikhola village in the month of Chaitra.* *He did not hear to obtain permission of the complainant or of arbitration council by the accused.* *In his cross-examination he said that he heard about the second marriage of the accused.* *P.W. 3 Mawlana Shafiqul Islam stated in his examination in chief that he know the complainant and the accused. He administered the marital ceremony of Second marriage of the accused at barikhola village. The accused got married a second wife rubi Akter the daughter of one bachchu Mian of Barikhola.* *In his cross examination he said that he administered the marital ceremony at 11 P.M. he denied the defence suggestion that he did not administer the marital ceremony of the accused.* *D.W 1 Abdul Hakim stated in hsi examinatin in chief that he knew the complainant and the accused. There has been separation of marital the between the complainant and the accused on 19.08.95 by effecting divorce swearing an affidavit by the accused.* *He has been cross examined by the complainant. There is no dispute as to that the complainant was given in marriage with the accused. The complainant claims that there has been marital tie between the complainant and the accused and that the accused got married a second wife one Rubi Akter daughter of one Munshi bachchu Mian of village Barikhoa in the month of Chaitra, 1403 B.S. The complainants P.W. 1 supported and corroborated the contents of the petition of complaint and there is no contradiction between her legal evidence and contents of the petition of complaint. P.W. 2 also supported and corroborated the complainant's case as to material particulars of the case. P.W-3 also supported and corroborated the*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		complainant's case saying in his evidence that the administered the marital ceremony of the accused who got married a second wife on Rubi Akter daughter of one Munshi bachchu Mian of village barikhola. The defence plea is that the marital tie between the complainant and the accused has been dissociated on 19.08.95. But the defence plea has not been substantiated by the evidences. The complainant claims that the accused obtained no permission from her or arbitration council as required by law in getting him married a second wife. This aspect of the case has been denied by the defence, rather the same has been substantiated and established by the evidence on record. *So from the aforesaid discussion and the evidence on record we get the marital tie between the complainant and the accused has been in existence and during the subsistence of earlier marriage accused got married second wife one Rubi Akter daughter of one Munshi Bachchu mian of village Barikhola in the month of chaitra of 1403 B.S. We also get that accused obtained no permission from the complainant or the arbitration council as required by the provisions of law.* ***Thus it clearly appears that the accused person got married a second wife without obtaining permission from the complainant of the arbitration council and the committed the offence punishable u/s 6(5) of the Muslim Family laws Ordinance, 1961. The learned Magistrate has rightly opined that the accused has committed the offence punishable u/s 6(5) of Muslim Family Laws Ordinance, 1961 and as such he found the accused guilty of the said charge and convicted and sentenced him there under as aforesaid.*** *The impugned judgment and order of conviction and sentence is quite maintainable in law and the same is not liable to be set aside. The judgment and order under*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		challenge does not claim interference by this court. In the result, the criminal appeal fails. *Hence, it is,* ***Ordered*** *That the criminal appeal be disallowed against the respondent complainant on merit. That the impugned judgment and order of conviction and sentence dated 22.12.98 passed in C.R. Case No. 65/97 be upheld. The convict appellant is directed to surrender before the ld. Court below within 30 (thirty) days from this date, in default ld. Magistrate shall court his arrest through process of law to serve out the sentence.* *Let the L.C.R. along with a copy of this judgment be sent down at once.* *Dictated and corrected by me:* *Sd/- illegible 10.10.05 (A.K.M. Nasiruddin Mahmud) Additional Sessions Judge 1st Court, Brahmanbaria.* *Sd/- illegible 10.10.05 (A.K.M. Nasiruddin Mahmud) Additional Sessions Judge 1st Court, Brahmanbaria.* বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল আদালত প্রসিকিউশন পক্ষের সকল স্বাক্ষীগণের সাক্ষ্য সবিস্তারে পর্যালোচনা করেন। সকল সাক্ষ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেন। উভয় আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। অত্র রুলটি খারিজ যোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী রিভিশনটি খারিজ করা হলো। বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ১ম আদালত, ব্রাক্ষনবাড়িয়া কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং-০৪/১৯৯৯-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১০.১০.০৫ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হলো। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-দরখাস্তকারীকে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ আদালত আসামীকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।